cv_wgK wkÿvi gvb Dbq‡b RbAskMn‡Yi gva¨‡g Kg‡Kw›`K I Avb›``vqK wkÿv welqK AwfÁZv wewbgq mfvq cavb AwZw_ RvZxq msm‡`i †WcwU w¯úKvi
এডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি (বামে), বিশেষ অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এমপি (ডানে),
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী

cv_wgK wkÿvi gvb Dbq‡b RbAskMnY †`ke¨vcx Kg‡Kw›`K I Avb›``vqK wkÿvi cmvi c‡qvRb

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান স্পেক্ট্রা কনভেনশন সেন্টারে "প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষা" বিষয়ক একটি অভিজ্ঞতা বিনিময় সভার আয়োজন করে। এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার এডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এমপি। এছাড়াও সভায় অংশগ্রহণ করেন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষা গবেষক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, দাতাসংস্থা ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকার প্রতিনিধি।

প্রধান অতিথি ডেপুটি স্পিকার এডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া বলেন, "আমি আজ গর্বিত। কেননা, আমি নিজে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকার একজন মানুষ। আমার এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করার জন্য গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরীকে আমি ধন্যবাদ জানাই। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার মান উন্নয়নে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছে, বিদ্যালয়ে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এতে শিশুরা বিদ্যালয়মুখী হচ্ছে"। তিনি এই কার্যক্রমগুলো ভবিষ্যতেও চলমান রাখার পাশাপাশি দেশের অন্যান্য জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানান।

বিশেষ অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ বলেন, "কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর কার্যক্রম সম্পর্কে আমি অবগত এবং দুই একটি কার্যক্রমেও আমি উপস্থিত থেকেছি। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে তাদের গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে"। তিনি দেশের অন্যান্য এলাকায় এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালককে অনুরোধ করেন।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী বলেন, "আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক উন্নয়ন হয়েছে, তথাপিও অনেক ক্ষেত্রে আমাদের আরো উন্নতি করতে হবে। আজকের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিখন প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা সারা দেশে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে আমাদের সহায়তা করবে"। তিনি আরও বলেন, "জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া বিদ্যালয়সমূহে শিশুবান্ধব, আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিখন পরিবেশ সৃষ্টি বা অন্য কোনো প্রকার উন্নয়ন করা সম্ভব নয়"। তিনি সভায় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

(Gici 14 côvq †`Lb)

KwgDwbwU GW‡Kkb IqvP Mæ‡ci †Qvqvq e`‡j †M‡Q BmjvgbMi miKvwi cv_wgK we`¨vjq

মেহেরপুর সদর উপজেলা থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ইসলামনগর গ্রাম। এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের নামেই বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয়েছে ইসলামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এটিই এই গ্রামের শিশুদের শিক্ষার জন্য একমাত্র বিদ্যাপীঠ।

১৯৬৪ সালে মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ গোলাম মোস্তফা, মৃত হানিফ মিয়া, মৃত কালু মিয়া ও এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের উদ্যোগে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭৫ জন, শিক্ষক ৪ জন, প্যারা-শিক্ষক ৩ জন। এখানে শিশুশ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। এই বিদ্যালয়টি ৩টি ভবনবিশিষ্ট। প্রতিদিন সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে সমাবেশ, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, শপথপাঠ ও শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয় এবং এক নাগাড়ে বিকেল ৪টা ৩০মিনিট পর্যন্ত চলে।

এ বিদ্যালয়ের পূর্বের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপস্থিতি দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলে পাসের হার ছিল ৭০%। এসএমসি ছিল নিষ্ক্রিয়। সদস্যরা মাসিক সভায় হাজির হতেন না। অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের কোনো খোঁজখবর নিতেন না। ভর্তির হার ছিল ৯০%। বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর ছিল না। এলাকার মানুষ স্কুলমাঠে অবাধে গরু-ছাগল চড়াত, ধান-পাট শুকাত। শিক্ষকরা এলাকাবাসীর সহযোগিতা পেতেন না। উপজেলা সদর থেকে বিদ্যালয়টি দূরে হওয়ায় শিক্ষা কর্মকর্তারা বিদ্যালয় পরিদর্শনে কম আসতেন। ফলে উপজেলার মধ্যে পিছিয়ে পড়া বিদ্যালয়গুলোর অন্যতম ছিল ইসলামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

২০১৩ সালে আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন উক্ত বিদ্যালয়ের এসএমসি সভাপতি মোঃ রুহুল আমিন। তিনি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষক, এসএমসি, অভিভাবক ও গ্রামের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে একটি ৫০ সদস্যের কমিটি গঠন করেন। একই সঙ্গে তিনি এসএমসি, এলাকার অভিভাবক ও ওয়াচ গ্রুপের সমন্বয়ে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী কমিউনিটির সহযোগিতায় প্রথমেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকঘাটতি পূরণে তিন জন প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন। ঐ কমিটি প্যারা-শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদান করে আসছে।

এ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আলাদা টয়লেট স্থাপন, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, খেলাধুলার সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পেয়ে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করছেন। বিদ্যালয়ে নিয়মিত সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী যেমন- ক্রীড়ানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হাতের লেখা, চিত্রাঙ্কন ও নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রতিভার বিকাশ ঘটে ও মনোবল বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও এসএমসি, অভিভাবক ও ওয়াচ গ্রুপ সম্মিলিতভাবে প্রায় ৫ লাখ টাকা অনুদান সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর ও গেট নির্মাণ করেছেন।

এ বিদ্যালয়ে তিন মাস পরপর মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া শিক্ষক, এসএমসি ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণ নিজ নিজ এলাকার মায়েদের নিয়ে উঠান বৈঠক করেন। এতে ছাত্র, শিক্ষক, এসএমসি ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে অভিভাবকদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠছে। অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে বছরের শুরুতে বিদ্যালয়ের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী সারা বছর বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, এসএমসি ও শিক্ষকদের উদ্যোগে স্কুলে একটি ফুলের বাগান তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ দিয়ে শ্রেণিকক্ষগুলো সজ্জিতকরণ ও কবিদের নামে শ্রেণিকক্ষের নামকরণ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আশা করা যায়, এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে আরো সাফল্য অর্জন করবে। এ ব্যাপারে এসএমসি, শিক্ষক ও ওয়াচ সদস্যরা এলাকার সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।

সাদ আহাম্মদ

cv_wgK ¯‡i Avb›``vqK I Kg‡Kw›`K wkÿv e`‡j hvIqv cv_wgK we`¨vj‡qi wKQ Z_¨

গণসাক্ষরতা অভিযান প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকাভুক্ত ৩২টি ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, শিক্ষক অভিভাবক কমিটির সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিনিধি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ ১,১১২ জনকে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়। ৪৯ ব্যাচে অনুষ্ঠিত এসব প্রশিক্ষণে ২৬৫ জন নারী প্রতিনিধিও অংশগ্রহণ করেন।

†h mKj Kv‡Ri Ici/wel‡q Kg‡Kw›`K I Avb›``vqK wkÿv welqK Iwi‡q›Ukb c`vb Kiv nq :

- কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষার ধারণা,
- নিয়মিত এসেম্বলি আয়োজন,
- শ্রেণিকক্ষে দলীয় শিখন ব্যবস্থা,
- শিক্ষার্থীদের কাজের ডিসপ্লে,
- শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন উপকরণ (চারুকারু) তৈরি,
- নিয়মিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আয়োজন ইত্যাদি।

গণসাক্ষরতা অভিযান সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত এসব ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করে। এরপর জানুয়ারি ২০১৫ সময়ে এসে কাজের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা খুঁজে দেখার উদ্যোগ নেয়। আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনের কার্যকারিতা যাচাই এবং প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণের জন্য ক্ষুদ্র পরিসরে একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। এই জরিপের সুনির্দিষ্ট ৩টি উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণের পর বিদ্যালয়সমূহে কোনো ধরনের পরিবর্তন এসেছে কিনা তা খতিয়ে দেখা।
- প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে নতুনভাবে কোনো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে কিনা তা নিরূপণ করা।
- বর্তমান কোর্সের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবর্তন বা পরিমার্জনের প্রয়োজন আছে কিনা তা যাচাই করা।

আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা বিষয়ক অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য msM‡ni c×wZ

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ইএফএপিআইডি ইউনিট থেকে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনের কার্যকারিতা যাচাই ও প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করার জন্য একটি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে সকল শিক্ষক এই ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করেছেন শুধু তাদের কাছ থেকে এই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনের কার্যকরিতা যাচাই ও প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ প্রক্রিয়া তিনভাবে করা হয়েছে-

c_g chvq

আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, শিক্ষক অভিভাবক কমিটির সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিনিধি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

গণসাক্ষরতা অভিযান থেকে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনের কার্যকরিতা যাচাই ও প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ বিষয়ক একটি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যেহেতু শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিখন-শেখানো কাজে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেন সে কারণে তারা ওরিয়েন্টেশন পরবর্তী জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বিদ্যালয়সমূহে কী কী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন তা জানার জন্য একটি প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে মতামত সংগ্রহ করা হয়। ওরিয়েন্টেশন ফলোআপ ও চাহিদা নিরূপণের জন্য প্রেরিত প্রশ্নপত্র ২৫৯টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা পূরণ করে পাঠিয়েছেন। তাদের মতামতগুলো বিশ্লেষণ করে নিচে উপস্থাপন করা হয়েছে।

wØZxq chvq

ওরিয়েন্টেশন ফলোআপ-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজ ছিল সরেজমিনে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করা। এক্ষেত্রে অভিযানের কর্মীরা বিভিন্ন সময়ে সরাসরি বিদ্যালয় পরিদর্শন করে নির্ধারিত চেকলিস্টের মাধ্যমে কিছু কিছু বিদ্যালয়ের তথ্য সংগ্রহ করেন। এই কাজটি মূলত তথ্যের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য করা হয়।

ZZxq chvq

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ঢাকা ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় অনুষ্ঠিত আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মিটিং-এ প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনের ফলে অর্জিত কিছু ইতিবাচক ফলাফল প্রতিফলিত হয়।

†h me †ÿ‡Î we`¨vj‡qi DbœZ n‡q‡Q

ওরিয়েন্টেশন থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ইতোমধ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। পরিবর্তনসমূহ উল্লেখ করা হলো:

- দৈনিক এসেম্বলি নিয়মতান্ত্রিক ও সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে।
- শিক্ষক-শিক্ষিকারা আধুনিক ও আনন্দদায়ক পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।
- শিক্ষকরা উপকরণ ব্যবহার করে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।
- শিক্ষর্থীরা হাসিখুশি মন নিয়ে বিদ্যালয়ে আসছে।
- শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে বসছে এবং বিভিন্ন দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে।
- শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য নানা ধরনের কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে।
- বিদ্যালয়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা নিয়মিতভাবে চলছে।
- বিদ্যালয়ে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এসেছে।
- বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বাগান তৈরি করা হয়েছে।

এসেম্বলি সংক্রান্ত ফাইন্ডিংস

সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়মিত এসেম্বলি করতে হবে- এ বিষয় যদিও সরকার থেকে একটি প্রজ্ঞাপন রয়েছে, তথাপিও কিছু কিছু বিদ্যালয়ে এসেম্বলি হতো না। আর যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসেম্বলি হতো তার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই কাজটি শুধু জাতীয় সংগীত গাওয়া এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শরীরচর্চা ও শপথবাক্য পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনের ফলে বিদ্যালয়সমূহে প্রাত্যহিক এসেম্বলি খুবই নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকায় শতভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়মিত এসেম্বলি হয়। এসেম্বলিতে বিভিন্ন কার্যক্রম করা হয়ে থাকে, শতভাগ বিদ্যালয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। তবে ৯৪.৬% বিদ্যালয়ে কোরআন/গীতা/অন্যান্য পাঠ করা হয়, নীতিবাক্য পাঠ কিংবা শপথ গ্রহণ করানো হয় ৯৯.১% বিদ্যালয়ে; ৯৮.২% বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা করা হয়। এসেম্বলিতে প্রধান শিক্ষকের স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য কিংবা সামাজিক মূল্যবোধের কথা, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্মদিন পালন করার বিষয়গুলো কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকায় নতুন সংযোজন, যা যথাক্রমে ১৪.৯% এবং ৩.২% বিদ্যালয়ে করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ৫% বিদ্যালয়ে এসেম্বলিতে বিভিন্ন ডিসপ্লে করা হয় এবং ৫% বিদ্যালয়ে কোনো নোটিশ থাকলে তা পড়ে শোনানো হয়।

আসন বিন্যাস সংক্রান্ত ফাইন্ডিংস

শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাসে পরিবর্তন আনা এমন কি দলীয় পঠন-পাঠন চালু করার লক্ষ্যে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনে বিদ্যালয়ের মান উন্নয়ন ও কর্ম অঙ্গীকার সেশনে বেশ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়।

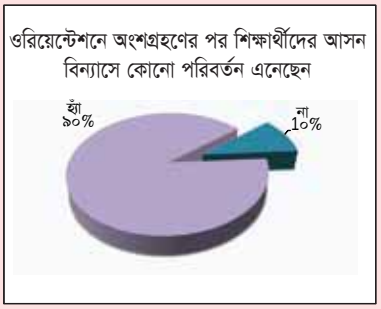

বর্তমানে ৯০% ভাগ বিদ্যালয়ে আসন বিন্যাসের পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিন্তু ১০% ভাগ বিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত আসন বিন্যাসের পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়নি। এর উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

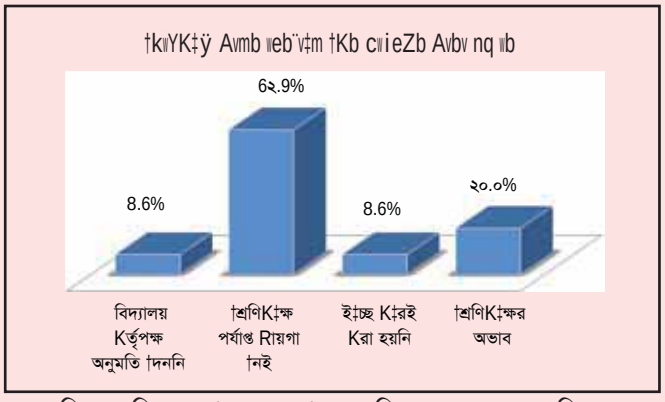

অনুমতি দেয়নি ৮.৬%, ৬২.৯% ভাগ শিক্ষক মনে করেন বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকা, ৮.৬% ভাগ শিক্ষক ইচ্ছা করেই এই কাজটি করেননি এবং ২০% ভাগ বিদ্যলয়ের শ্রেণিকক্ষের স্বল্পতার কারণে আসন বিন্যাসের পরিবর্তন আনা হয়নি বলে উল্লেখ করেন।

পাঠদান পদ্ধতি সংক্রান্ত ফাইন্ডিংস

শিখনকে সহজ, বোধগম্য, আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করার জন্য কার্যকর পাঠদানের বিভিন্ন পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ কারণে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও কৌশল বেশ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে দলীয় শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করছেন ৯৬.১% ভাগ শিক্ষক। প্রজেক্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠদান করছেন ৪২.৯% ভাগ শিক্ষক। প্রদর্শন পদ্ধতি ব্যবহার করে পাঠদান করছেন ৭৮.৮% ভাগ শিক্ষক, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করছেন ৭৫.৩% ভাগ শিক্ষক এবং মস্তিষ্কের ঝড় ও মুক্ত আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহার

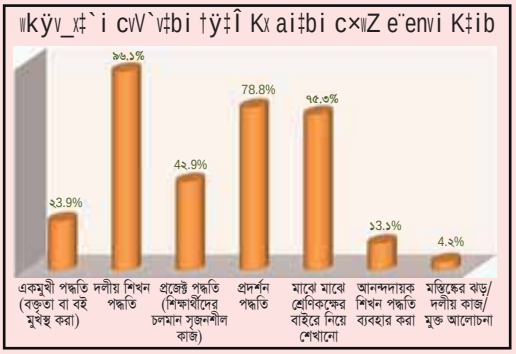

করছেন ৪.২ ভাগ শিক্ষক, হাতেকলমে শিক্ষাদান কাজে রত আছেন ১৩.১% ভাগ শিক্ষক।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বক্তৃতা পদ্ধতির ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হয়। কিন্তু ২৩.৯% ভাগ শিক্ষক এই পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠদান করছেন, যা আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার পরিপন্থী।

উপকরণ ব্যবহার সংক্রান্ত ফাইন্ডিংস

আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন ওরিয়েন্টেশনে বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ বিষয়ক সেশনে উপকরণ ব্যবহার করে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষকরা যাতে উপকরণ ব্যবহার করে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করেন সেজন্য উপকরণ তৈরির কৌশল ব্যবহার ও সংগ্রহের বিষয়ে

বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

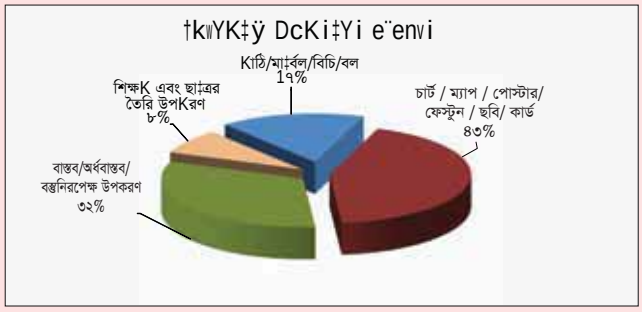

প্রায় ৯৬% ভাগ শিক্ষকগণ এখন পাঠ উপস্থাপনে উপকরণ ব্যবহার করছেন, ৪% ভাগ শিক্ষক এখনো উপকরণ ব্যবহার করছেন না।

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ফাইন্ডিংস

একটি শিশু শুধু পাঠ্যবই সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে অতীতে সকলের এমন ধারণাই ছিল। কিন্তু আনন্দদায়ক পদ্ধতির অন্যতম উপাদান হলো সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম। এর মাধ্যমে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সম্ভব। ৩২টি ইউনিয়নে প্রায় সকল বিদ্যালয়ে অর্থাৎ ৯৯% বিদ্যালয়েই এই সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম রয়েছে। যেমন- ক্রীড়া অনুষ্ঠান হয় ৯৭.৩% বিদ্যালয়ে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় ৯২.২%

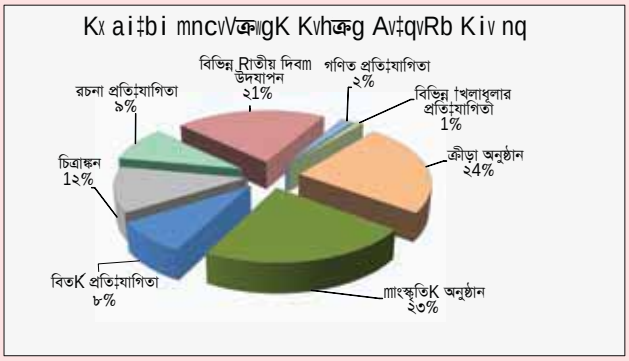

বিদ্যালয়ে, বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন হয় ৮৬.৭% বিদ্যালয়ে। এছাড়াও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন, রচনা ও গণিত প্রতিযোগিতা হয় যথাক্রমে ৩৪%, ৪৮% ৩৬.৭% এবং ৭.৪% বিদ্যালয়ে।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কাজের ডিসপ্লে সংক্রান্ত ফাইন্ডিংস

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল বিষয় হল যে কোনো কাজের মাধ্যমে বা কাজ করতে করতে শিক্ষার্থীরা শিখবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা রোল প্লে, ছবি আঁকা, খেলা অনুশীলন, কোনোকিছু তৈরি করা ইত্যাদি পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করে শিখে থাকে। বর্তমানে ৯৫% বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে কোনো না কোনো কিছু তৈরি করে, যা শিক্ষা উপকরণ হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনে বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে পাঠদান কার্যক্রমে বেশি বেশি উপকরণের ব্যবহার, শিক্ষার্থী কর্তৃক বিভিন্ন উপকরণ ও তাদের কাজের ডিসপ্লে ইত্যাদি বিষয়গুলো খুব জোর দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং শিক্ষকদের উক্ত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য নিবিড় ফলোআপে রাখা হয়েছে।

৯২% ভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কাজের ডিসপ্লে যথাযথভাবে করা হচ্ছে, ৯২% ভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা পাঠাগার ব্যবহার করছে।

বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি সংক্রান্ত ফাইন্ডিংস

বিদ্যালয়ের সৌন্দর্যবর্ধন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রতিটি শিক্ষার্থীর দায়িত্ব। এর ফলে শিশুদের মনে সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস গড়ে উঠবে। বর্তমানে ৫২% ভাগ বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি হয়েছে। বাকি ৪৮% ভাগ বিদ্যালয়ে এখনো বাগান তৈরি করা হয়নি। এর কারণ হিসেবে তারা বিদ্যালয়ে জায়গার স্বল্পতা ও নিজেদের উদ্যোগের অভাবের কথা বলেছেন।

অভিভাবক সভা সংক্রান্ত ফাইন্ডিংস

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি এবং লেখাপড়ার মান উন্নয়নে অভিভাবকদের সম্পৃক্তকরণ খুবই জরুরি। এছাড়াও বিদ্যালয়ের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে অভিভাবক সভা অপরিহার্য। বিদ্যালয়ের মান উন্নয়ন ও কর্ম অঙ্গীকার সেশনে অভিভাবক সভা নিয়মিত করার ব্যাপারে বিষদ আলোচনা হয়। এর ফলে এখন বিদ্যালয়ে অভিভাবক সভা নিয়মিত হচ্ছে। শতকরা ৮৮.৮% ভাগ বিদ্যালয়ে এখন নিয়মিত অভিভাবক সভা হচ্ছে এবং ১১.২% ভাগ বিদ্যালয়ে এখনো নিয়মিত অভিভাবক সভা হচ্ছে না।

শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ফাইন্ডিংস

আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশধর্মী বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করে পাঠদান এবং শিক্ষার্থীদের দ্বারা গল্প বলা, লেখা, নাচ-গান, ছড়া, কবিতা বলা ও লেখা, পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্যান্য বই পড়ার অভ্যাস তৈরি ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

এক্ষেত্রে গল্প বলা, সৃজনশীল লিখন, বাক্যগঠন ও উপস্থিত বক্তৃতা বিষয়ক কাজ হচ্ছে ১৯% বিদ্যালয়ে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক কর্তৃক

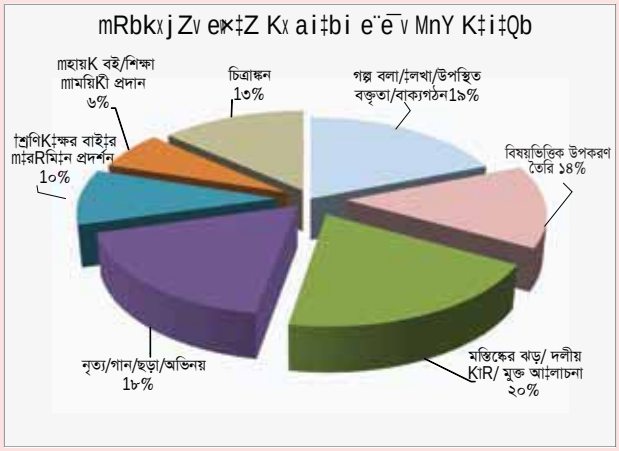

উপকরণ তৈরির কাজটি করা হচ্ছে ১৪% বিদ্যালয়ে। দলীয় কাজ, মুক্ত আলোচনা, মস্তিষ্কের ঝড় পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে ২০%, নৃত্য, গান, ছড়া, অভিনয় কৌশল অবলম্বন করে পাঠ পরিচালনা করা হচ্ছে ১৮% বিদ্যালয়ে। মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে পরিবেশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাঠ দান করা হচ্ছে ১০% এবং চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে কোনো বিষয়ের বর্ণনা লেখা বা পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে ১৩% বিদ্যালয়ে।

ওরিয়েন্টেশন অভিজ্ঞতা প্রয়োগে সমস্যা সংক্রান্ত ফাইন্ডিংস

যদিও আনন্দদায়ক পাঠদান একটি কার্যকর পদ্ধতি, তথাপিও এই পদ্ধতিতে পাঠদান করতে গেলে শিক্ষকদের কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে

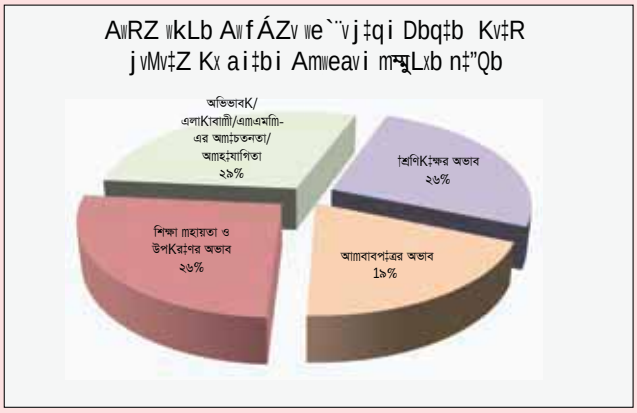

হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো অভিভাবক, এসএমসি, এলাকার জনসাধারণের এ পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে অসচেতনতা; এটি প্রায় ২৯% শিক্ষকই মনে করেন। এছাড়াও ২৬% মনে করেন শ্রেণিকক্ষের অভাব; ২৬% বিদ্যালয়ে শিক্ষা সহায়তা ও উপকরণের অভাবকে চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন এবং আসবাবপত্রের অভাব রয়েছে এমনটি মনে করেন ১৯% শিক্ষক।

কমিউনিটি সহায়তা সংক্রান্ত ফাইন্ডিংস

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তাই বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের প্রতিটি স্তরের ব্যক্তিবর্গের সম্পৃক্ততা খুবই জরুরি। বর্তমানে প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে শিক্ষকদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই এই ওয়াচ গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে।

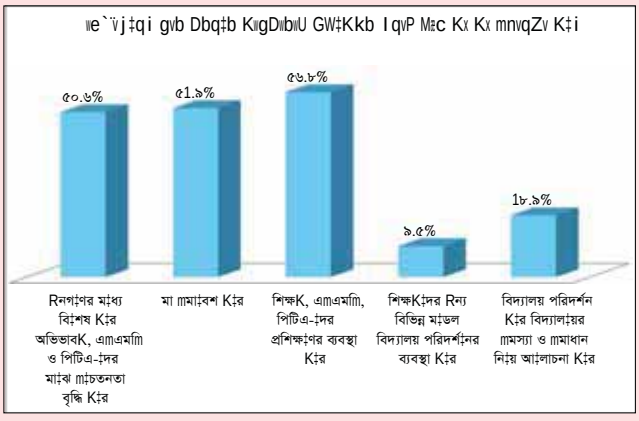

এক্ষেত্রে ৫০.৬% শিক্ষক মনে করেন, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা অভিভাবক, এসএমসি, পিটিএ এবং সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে সহায়তা করতে পারেন শিক্ষক। কারণ, প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টি করতে না পারলে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৫১.৯% শিক্ষক মনে করেন, শিশুর সার্বিক তদারকির দায়িত্ব মায়ের ওপর বর্তায়। এক্ষেত্রে মা সমাবেশ আয়োজনে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন।

৫৬.৮% শিক্ষক মনে করেন, শিক্ষক, এসএমসি এবং পিটিএ সদস্যরা যত সক্রিয় হবেন ও সক্ষমতা অর্জন করবেন বিদ্যালয় আরো ভালো চলবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএদের সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

Iwi‡qvUk‡bi gvb ew×‡Z mcwik

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে গণসাক্ষরতা অভিযান পরিচালিত আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে এই ওরিয়েন্টেশনটির মান আরও বৃদ্ধি করতে জরিপে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকরা কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন। যেমন- ৪২.২ শতাংশ শিক্ষক মনে করেন, ওরিয়েন্টেশনে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করলে ভালো হয়। ১৯.৯ শতাংশ মনে করেন, এসএমসি ও পিটিএ-এর দায়িত্ব কর্তব্য সংযোজন করা যেতে পারে। এছাড়াও ওরিয়েন্টেশনের সময় বৃদ্ধি করা যেতে পারে বলে সুপারিশ করেন ২৪.১% শিক্ষক। ১২.৭% সুপারিশ করেন বাইরে মাঠ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা এবং ৭.৮% শিক্ষক এই ওরিয়েন্টেশন থেকে জানতে চান যে, কীভাবে ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি বৃদ্ধি করা যায়। তবে ১৬.৯ শতাংশ শিক্ষক ওরিয়েন্টেশনে শিক্ষকদের কিছু সম্মানী প্রদানের কথা সুপারিশ করেন।

cZ¨vkv cKí

গণসাক্ষরতা অভিযান স্থানীয় জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যাশা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার স্থানীয় আটটি সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ডিএফআইডি আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে।

cZ¨vkv cK‡íi D‡Ïk¨

- কমিউনিটি পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি অবহিতকরণ।
- কমিউনিটি অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন যেমন- সকলের সমান প্রবেশাধিকার, মানসম্মত শিক্ষা এবং জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
- স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনকে শক্তিশালীকরণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কমিউনিটির পক্ষ থেকে গণদাবি উত্থাপন।
- সামাজিক সম্পদ আহরণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি।
- বিভিন্ন জাতীয় নীতিমালা ও পরিকল্পনায় ইনপুট প্রদান।

স্থানীয় কমিউনিটির অংশগ্রহণে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বেশ কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পে যে সব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তা হলো-

- শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জ বিষয়ে মতবিনিময় সভা-আয়োজন।
- আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রদান।
- 'কেমন বই চাই' বিষয়ক ক্যাম্পেইন আয়োজন।
- স্থানীয় পর্যায়ে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক ক্যাম্পেইন আয়োজন।
- স্থানীয় কমিউনিটি, শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তাদের মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার উদ্ভাবন ও উত্তম প্রয়োগ বিষয়ে তথ্যচিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন।

জামিল মুস্তাক, মোঃ মেহেদী হাসান

†g‡nic‡ii AvgSwc‡Z †mvkvj AwWU wel‡q gZwewbgq mfv

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বিদ্যালয়ের সঙ্গে কমিউনিটির সম্পৃক্ততা বাড়াতে সোশাল অডিট বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা ২৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখে আমঝুপিতে মউক-এর নিজস্ব হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। ডিএফআইডি বাংলাদেশ-এর সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও গণসাক্ষরতা অভিযান এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে এ সভায় বক্তব্য দেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক-এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম, শিক্ষাবিদ আব্দুল হান্নান মাস্টার। সভায় সামাজিক নিরীক্ষা, এর ধরন, নিরীক্ষার ফলাফল ও বাস্তবতা নিয়ে রিসোর্স পারসন হিসেবে আলোচনা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ ফিরোজুল ইসলাম। সভায় বিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন ইস্যু যেমন- ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়া, এসএমসি'র সভা, উপবৃত্তিসহ বিভিন্ন সরকারি অনুদানের কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে সামাজিকভাবে অডিট করার মাধ্যমে ইতিবাচক ফলাফল আনতে কী কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় ওয়াচ গ্রুপ সদস্য, এসএমসি, শিক্ষক ও জনপ্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

†g‡nic‡i g‡Wj cv_wgK we`¨vj‡q wkÿY-wkLb c×wZ wel‡q wbwgZ Z_¨wPÎ

প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। ডিএফআইডি বাংলাদেশ-এর সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও গণসাক্ষরতা অভিযান এ প্রদর্শনীর আয়োজন করে। মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)-এর নির্বাহী প্রধানের সভাপতিত্বে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মুহাঃ ওলিউর রহমান ও আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমান। মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইউপি সদস্য মোঃ দরুদ আলী, আমদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সভাপতি গোলাম কিবরিয়া, রাইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ মামুনুর রহমান এবং ওয়াচ সদস্য মীর ফারুক হোসেন, মোঃ মাসুদুর রহমান ও মোঃ মামালত হোসেন। বক্তাগণ আদর্শ বিদ্যালয় গঠনে শিক্ষক, এসএমসি, কমিউনিটি ওয়াচ সদস্যগণ একযোগে কাজ করলে কম সময়ে একটি বিদ্যালয়কে আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করা যায় বলে মতামত প্রদান করেন।

লাবনী খাতুন

সিরাজগঞ্জে 'মানসম্মত শিক্ষক: বর্তমান চিত্র ও AvMvgx cR‡b¥i Rb¨ fvebvÕ wel‡qK Kgkvjv

এনডিপি ও গণসাক্ষরতা অভিযানের আয়োজনে ১৯ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলাধীন ঝাঐল ইউনিয়নের কোনাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে 'মানসম্মত শিক্ষক বর্তমান চিত্র ও আগামী প্রজন্মের জন্য ভাবনা' বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ঝাঐল ও ভদ্রঘাট ইউনিয়নের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ, অভিভাবক, সুশীল সমাজ ও জনপ্রতিনিধিসহ মোট ২৫ জন নারী ও ৩১ জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। গণসাক্ষরতা অভিযান প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মামুনুর রশিদ, রিসার্চ এসোসিয়েট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। উক্ত উনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোনাবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি সভাপতি সুরুৎজামান। এই কর্মশালায় শিক্ষকগণ নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে দৃঢ় অঙ্গীকার করেন।

wmivRM‡Ä cv_wgK we`¨vj‡q Dcw¯'wZ evov‡Z gv mgv‡e‡k mvZ kZvaK gv‡qi A½xKvi

এনডিপি'র উদ্যোগে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আয়োজনে সিরাজগঞ্জের পাঙ্গাসী, ঝাঐল, ধানগড়া, ভদ্রঘাট ইউনিয়নে আগস্ট ২০১৫ মাসে পৃথক পৃথকভাবে মোট ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর মা, এসএমসি, পিটিএ সদস্য, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি মায়েদের করণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় সকলেই ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার উন্নয়নে যথাযথ দায়িত্ব পালন করবেন বলে অঙ্গীকার করেন।

আরিফুল ইসলাম

‘মানসম্মত শিক্ষক-বর্তমান চিত্র, আগামী cR‡b¥i fvebv© welqK gZwewbgq mfv

১৯ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার প্রশিক্ষণ কক্ষে ‘মানসম্মত শিক্ষক - বর্তমান চিত্র, আগামী প্রজন্মের ভাবনা’ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মো: শাহাদত হোসেন মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মো: আব্দুল গফ্ফার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সাঘাটা, গাইবান্ধা, বিশেষ অতিথি ছিলেন মো: আব্দুল বাকী সরকার, ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি, সাঘাটা, গাইবান্ধা। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও ছিলেন মো: মাহমুদুল হাসান, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সাঘাটা, গাইবান্ধা। উদ্বোধনী পর্বে শাহাদত হোসেন মন্ডল বলেন, প্রতি বছর ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন হয়ে আসছে। এবারে শিক্ষক দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল “টেকসই উন্নয়ন, শিক্ষকদের ক্ষমতায়ন”। এরই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা একত্রিত হয়েছি। আমরা দিনব্যাপী গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষক - বর্তমান চিত্র, আগামী প্রজম্মের ভাবনা মোট ৫টি দলে ভাগ হয়ে আলাদা আলাদা পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করব। এরপর দলীয়ভাবে পোস্টার পেপারে লিখে নিজ নিজ দলনেতা আলোচনার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন।

w¯c, BDwcBwc, GmGgwm, wcwUG-Gi m‡½ GW‡Kkb IqvP Mæ‡ci gZwewbgq mfv

গণসাক্ষরতা অভিযান ও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে কচুয়াহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্লিপ, ইউপিইপি, এসএমসি, পিটিএ-এর সঙ্গে এডুকেশন ওয়াচ কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আব্দুল বাকী সরকার, ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি, সাঘাটা। উপস্থিত ছিলেন মো: শাহাদত হোসেন মন্ডল, নির্বাহী পরিচালক, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা। অন্যদের মধ্যে ছিলেন প্রিয়নাথ বর্মন, প্রধান শিক্ষক, কচুয়াহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মো: মকবুল হোসেন সরকার, প্রধান শিক্ষক, ধানঘড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মো: ইসমাইল হোসেন, প্রধান শিক্ষক, পুটিমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোছা: মাহফুজা বেগম, প্রধান শিক্ষক, খামার ধনারুহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষকরা তাদের নিজ নিজ বিদ্যালয়ের সমস্যা এবং গঠনমূলক পরিবর্তনের কথা তুলে ধরেন। উপস্থিত সদস্যরা কীভাবে সমস্যাগুলো সমাধান করা যাবে সে বিষয়ে মতামত দেন।

মো: আনছারুজ্জামান

মা সমাবেশের ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের Dcw¯wZi nvi ew×

১৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে আপউস ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আয়োজনে মাদারগঞ্জ উপজেলার জোড়খালী ইউনিয়নের বারইপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মা সমাবেশে মা ও অভিভাবক, শিক্ষক, ইউপি সদস্যসহ ওয়াচ কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় বক্তারা বলেন, এভাবে ওয়াচ কমিটির উদ্যোগে নিয়মিত মা সমাবেশের ফলে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার ৯৮%-এ উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে, যা ইতোপূর্বে ছিল না। উপস্থিত সকলে এই কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করেন এবং মা সমাবেশ নিয়মিত হওয়ার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন।

wmajx BDwbq‡bi KwgDwbwU GW‡Kkb IqvP Mæ‡ci বার্ষিক কার্যক্রম পর্যালোচনা সভা

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, ঝরে পড়া রোধ, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত, শিক্ষার মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ‘প্রত্যাশা’ প্রকল্পের মাধ্যমে আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ ও মেলান্দহ উপজেলার সিধুলী, জোড়খালী, ঘোষেরপাড়া ও ফুলকোচা ইউনিয়নে কাজ করে আসছে। এরই ধারাবহিকতায় ১৪ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে আপউস-এর উদ্যোগে ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহযোগিতায় জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার ৭নং সিধুলী ইউনিয়নে পালিত হল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কার্যক্রম পর্যালোচনা সভা। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন অনিরুদ্ধ কুমার রায়, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, মাদারগঞ্জ, জামালপুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন আবু সাঈদ মোহাম্মদ শাহীনুর খান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং হারুন-অর-রশিদ, উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার, মাদারগঞ্জ, জামালপুর। অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন আলহাজ সামস উদ্দীন আহম্মেদ, সভাপতি, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, সিধুলী, মাদারগঞ্জ। এ ছাড়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সকল সদস্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, ইউপি সদস্য ও স্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার হারুন-অর-রশিদ বলেন, আপউস ‘প্রত্যাশা’ প্রকল্পের মাধ্যমে যে কাজগুলো করছে তা মূলত আমাদের-ই কাজ। তাই তিনি এ কাজে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

আবদুল হাই

S‡o PvjvNiwU †f‡O †M‡j I fvO‡Z cv‡iwb KwgDwbwUi g‡bvej

নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলাধীন বিরিশিরি ইউনিয়নের গাভীনা গ্রামটি শ্রমজীবী মানুষের গ্রাম। এখানকার মানুষ স্বপ্ন দেখে তাদের সন্তানেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করে মানুষের মতো মানুষ হবে। সেই স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবতার মিল রয়েছে। গাভীনা শেখ তোফাজ্জল হুসেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির জরাজীর্ণ একটি বিল্ডিং থাকলেও ২৫২ জন ছাত্র-ছাত্রীর ক্লাস করানো খুবই কষ্টকর। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য ২০১৩ সালের শেষ দিকে শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ, স্লিপ, সামাজিক মূল্যায়ন কমিটি, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অনুদানে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য একটি চালাঘর নির্মাণ করা হয়। ২০১৫ সালে কালবৈশাখী ঝড় তছনছ করে দেয় গাভীনা গ্রামের কমিউনিটির অনুদানে তৈরি স্বপ্নের ঘরটি। তবুও হাল ছাড়েনি কমিউনিটির মানুষ। এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও অনুদানে এবং স্লিপের বরাদ্দ থেকে কিছু টাকা সমন্বয়ের মাধ্যমে কাঠ, টিন দিয়ে তৈরি হয় একটি চালাঘর। এ চালাঘরে ৩৫ জন ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করছে। এসএমসি সভাপতি বলেন, কালবৈশাখী ঝড়ে চালাঘরটির সঙ্গে আমাদের স্বপ্নও ভেঙে গিয়েছিল। কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ নতুন করে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করে, যা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে।

BDwbqb cwil‡`i wkÿvLv‡Z eivÏ ew× I h_vh_ e¨envi

নেত্রকোণা জেলাধীন পূর্বধলা উপজেলার আগিয়া ও হোগলা ইউনিয়নে সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এর ফলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক শিক্ষাখাতের বরাদ্দ যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে। এ এলাকার সাধুপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় সাতশত পঞ্চাশ জন। এ বিদ্যালয়ের তিনটি বিল্ডিং-এর মধ্যে একটি ঝুঁকিপূর্ণ থাকায় সরকারিভাবে তা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। এখন প্রয়োজনীয় শ্রেণিকক্ষ নেই, এমন কি শিক্ষার্থী বসার মতো প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। শিক্ষার্থীরা মেঝেতে বসে ও দাঁড়িয়ে ক্লাস করে। তাই ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সাধুপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তেতাল্লিশ জোড়া বেঞ্চ তৈরি করে দেয়।

এ. কে. এম. রফিকুল ইসলাম, মোঃ মাজহারুল ইসলাম মানিক

‘ভোলায় মানসম্মত শিক্ষক: বর্তমান চিত্র’ welqK Kgkvjv

†ভালায় ‘মানসম্মত শিক্ষক: বর্তমান চিত্র ও আগামী প্রজন্মের জন্য ভাবনা’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় সংস্থার হলরুমে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার প্রাণ গোপাল দে। চরনোয়াবাদ মুসলিম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবু তাহেরের সভাপতিত্বে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ‘মানসম্মত শিক্ষক-বর্তমান অবস্থা ও আগামী প্রজন্মের প্রত্যাশা’ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পক্ষে নলিনী দাস এবং মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অসীম সাহা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষে সাহেবের চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আমেনা বেগম, অভিভাবকদের পক্ষে মোঃ আজিজুল ইসলাম, শিক্ষার্থীদের পক্ষে ওবায়েদুল হক, বাবুল মোল্লা, সানজিদা ইয়াসমিন মিতু বক্তব্য রাখেন। কর্মশালায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়।

†fvjvi PimvgvBqvq we`¨vjqwfwËK †Ljvajvq Pvi kZvwaK wkÿv_x Ask †bq

ভোলা সদর উপজেলার চরসামাইয়া ইউনিয়নে বিদ্যালয়ভিত্তিক খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে চরসামাইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে এ খেলাধুলার আয়োজন করে। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন চরসামাইয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মহিউদ্দিন মাতাব্বর। ইউনিয়ন ওয়াচ কমিটির সভাপতি মোঃ বজলুর রহমান মাস্টারের সভাপতিত্বে খেলাধুলা পরিচালনা করেন ওমর আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল বাশার, সাহেবের চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আমেনা বেগম, চরসামাইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ ইসমাইল। এতে বিভিন্ন ইভেন্টের মধ্যে ছিল দৌড়, মোরগলড়াই, ভারসাম্য দৌড় ও বল নিক্ষেপ, কবিতা আবৃত্তি, গান, নাচ, যেমন খুশি তেমন সাজো, হামদ ও নাত ইত্যাদি। খেলাধুলা শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ খলিলুর রহমান। খেলায় ২২টি ইভেন্টে ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চার শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

হারুন উর রশীদ

শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে gZwewbgq mfv

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর যৌথ আয়োজনে ১৫ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে সাহস ইউনিয়নে এবং ১৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে শরাফপুর ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহযোগিতায় ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রমের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা সমন্বিতভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কে সভায় আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উপায় নির্ধারণ করা হয়।

PiPwiqv bvivqb P›` P›` miKwi cv_wgK we`¨vj‡q gv mgv‡ek

১৩ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে শরাফপুর ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, ঝরে পড়া রোধ, অনিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে হাজির করার লক্ষ্যে মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহযোগিতায় আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর বাস্তবায়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ চরচরিয়া নারায়ন চন্দ্র চন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশের আয়োজন করে। মা সমাবেশে শতাধিক অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তারা ঝরে পড়া রোধ, ভর্তি নিশ্চিতকরণ, বাল্যবিবাহ রোধ, অনিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অভিভাবকরা শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য আহ্বান জানান। পক্ষান্তরে মায়েরা শিশু ঝরে পড়া রোধকল্পে কার্যকর ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার করেন।

বনশ্রী ভান্ডারী

nweM‡Ä gv mgv‡e‡k wkÿv_x‡`i mwVK mg‡q ¯‹‡j cvVv‡bvi AvnŸvb

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড হবিগঞ্জ যৌথভাবে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হবিগঞ্জের ৪টি ইউনিয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের প্রচেষ্টায় এসএমসি, মা/অভিভাবক, পিটিএ সভা করার ফলে কমিটিগুলো সক্রিয় হয়েছে এবং ঝরে পড়া রোধ হয়েছে। এ লক্ষ্যে লস্করপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াচ গ্রুপের সহায়তায় মা/অভিভাবক সভার আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, এসএমসি সদস্য এবং ইউপি ও ওয়াচ গ্রুপ সদস্যরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। মা/অভিভাবক সভায় ইউপি ও ওয়াচ গ্রুপ সদস্য মোঃ হেলাল মিয়া বলেন, সমাপনী পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে যাওয়া ও আসার জন্য যাবতীয় ব্যয়ভার আমি বহন করব। কিন্তু মা এবং অভিভাবক যারা আছেন তারা শুধু আপনাদের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার খেয়াল রাখবেন। আমাদের বিদ্যালয়ে সুন্দর ও মনোরম পরিবেশের জন্য একটি ফুলের বাগান এবং ফুলের বাগান রক্ষা করার জন্য বাঁশের বেড়া দেব। এজন্য আমি চাই আপনারাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন এবং আপনাদের ছেলেমেয়েদের সঠিক সময়ে স্কুলে পাঠান।

nweMÄ m`‡ii †ZNwiqv BDwbq‡b KwgDwbwU GWz‡Kkb ওয়াচ কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা কর্মশালা

গণসাক্ষারতা অভিযান ও এসেড হবিগঞ্জ-এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের আওতায় ৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার তেঘরিয়া ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা পুনর্নির্ধারণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলার চেয়ারম্যান ও তেঘরিয়া ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি সৈয়দ আহমুদুল হক। অতিথি ছিলেন উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মাহবুবুর রহমান ও নাগুরা ফার্ম উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক বেনু মাধব রায়। কর্মশালায় অন্যদের মধ্যে ইউপি সদস্য, এসএমসি সদস্য, কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ সদস্য, সুশীল সমাজ, শিক্ষকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সফলতা, বাধা বিষয়ে আলোচনা হয়। এই পরিকল্পনা জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে ৮ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে তেঘরিয়া ইউনিয়ন পরিষদে এক গণশুনানির আয়োজন করা হয়। গণশুনানিতে ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রাম থেকে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, এসএমসি সদস্য, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যসহ শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

জাফর আহমেদ চৌধুরী

ফুলকোচা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

†gjvb`n, Rvgvjci

†eBmjvBb cwZ‡e`b

সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। গণসাক্ষরতা অভিযান 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার স্থানীয় আটটি সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে "কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ"-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উপর্যুক্ত কার্যক্রমে ইউকেএইড আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছে।

যে কোনো প্রকল্পে বেইসলাইন তৈরি অত্যন্ত জরুরি। বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রত্যাশিত সূচকের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপ সম্ভব হয়। এছাড়া বেইসলাইনের প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় কর্ম এলাকায় (৩২টি ইউনিয়নে) বেইসলাইন তৈরির জন্য জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এ পর্যায়ে ফুলকোচা ইউনিয়নের জরিপ কাজের ফলাফল ও সুপারিশমালা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হল।

প্রাপ্ত ফলাফল

Lvbv I RbmsL¨v

২০১৪ সালের আগস্ট মাসে জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার ফুলকোচা ইউনিয়নে খানা ও বিদ্যালয় জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ফুলকোচা ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা ৮,৪৩০টি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১ অনুযায়ী ঐ সময়ে ইউনিয়নে খানার সংখ্যা ছিল ৬,৭০৯টি। জরিপের তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ২৯,০৮১ জন, যেখানে ২০১১ সালে ছিল ২৪,৭৮৪ জন।

খানাপ্রতি গড়ে লোকসংখ্যা ২০১৪ সালের জরিপে পাওয়া গেছে ৩.৪৯ জন, যা ২০১১ সালে ছিল ৩.৬৯ জন। ২০১৪ সালের জরিপে ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থী ছিল ৭,২১০ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ৩,২৯২ জন এবং ছেলে ৩,৯১৮ জন (যারা প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে অধ্যয়নরত)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৬ থেকে ১২ বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ৩,৯৭৬ (মেয়ে ১,৯৩৭, ছেলে ২০৩৯) জন। উপর্যুক্ত শিশুদের মধ্যে মোট ৩,৭৯৫ জন শিশু বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যার মধ্যে মেয়ে ১,৮৬২ জন এবং ১,৯৩৩ জন ছেলে।

eqmwfwËK RbmsL¨v

eqm	bvix	cis	†gvU	kZKiv nvi (bvix)
০ – ৫ বছর	1,৫৯৮	1,৫৭4	৩,1৭২	৫০.৩৮
৬ – 1২ বছর	1,৯৩৭	২,০২৯	৩,৯৭৬	4৮.৭২
1৩ †থ‡K 1৮ বছর	1,4৫৯	1,৭৬৯	৩,২২৮	4৫.২০
1৯ †থ‡K 4৫ বছর	৭,০০৫	৬,৬৭০	1৩,৬৭৫	৫1.২২
4৬ †থ‡K ৬০ বছর	1,৬০০	1,৮4৬	৩,৫৩৬	4৫.২৫
৬০+ বছর	৬৮4	৯1০	1,4৯4	4৫.৭৮
†gvU:	১4,২83	১4,798	২9,০8১	49.১১

তথ্যসূত্র: ফুলকোচা ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

Lvbv chv‡q wkÿvi Ae¯v

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ফুলকোচা ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স পাস করেছেন ২২৭ জন। অনার্স পাস করেছেন ২১৬ জন, ব্যাচেলার বা স্নাতক পাস করেছেন ৪১৭ জন। এইচএসসি পাস করেছেন ১,৪৫৭ জন, এসএসসি পাস করেছেন ১,৯৮১ জন। নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ১,৬৪০ জন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ১,৪৩৬ জন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ২,৭৭৭ জন। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ৯,৬৫০ জন নিরক্ষর। দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এ সংখ্যা অনেক বেশি, যা ইউনিয়নের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে।

wkï‡`i we`¨vj‡q Mg‡bi wPÎ

শিশুরা কোন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের ৭৬.৫ শতাংশ শিশু নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। ১৮ শতাংশ শিশু নিজ ইউনিয়নের অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে, ১.৮ শতাংশ শিশু নিজ উপজেলার অন্য ইউনিয়নের বিদ্যালয়ে এবং ৩.৭ শতাংশ শিশু ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী অন্য উপজেলার বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে।

†kwYwfwËK wkÿv_x msL¨v

Z_¨mÎ: dj‡KvPv BDwbqb Lvbv Rwic, AvM÷ 2014

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)				
৬ থেকে ১২ বছর শিশু	†Q‡j	†g‡q	†gvU	%
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে	১,৯৩৩	১,৮৬২	৩,৭৯৫	৯৫.৪৫
বিদ্যালয়ে বহির্ভূত শিশু	১০৬	৭৫	১৮১	৪.৫৫
†gvU :	২,০৩৯	১,৯৩৭	৩,৯৭৬	১০০
৬-১০ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১,৫৫৪	১,৫০৯	৩,০৬৩	৯৫.২৭
৫-১২ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	২,০৪৫	১,৯৮৪	৪,০২৯	৯১.৪০
৪-৫ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১২৪	১৩২	২৫৬	৩২.৩২
তথ্যসূত্র: ফুলকোচা ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪				

we`¨vjq ewnfZ wkï

শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অসামান্য অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ফুলকোচা ইউনিয়নে গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে মোট ১৮১ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে। এদের মধ্যে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও তারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৮ জন রয়েছে ৭নং ওয়ার্ডে, ৫ নং ওয়ার্ডে ৩৫ জন এবং ২ নং ওয়ার্ডে ২৬ জন।

we`¨vj‡qi Ae¯v

ফুলকোচা ইউনিয়নের ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন পাকা, যা শতকরা হিসেবে ৬০ শতাংশ। ৬টি আধাপাকা (২৪ শতাংশ) এবং ৪টি কাঁচা (১৬ শতাংশ)। আবার বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ৩টি বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভালো, যা শতকরা হিসেবে ১২ শতাংশ। ১২টি (৮০ শতাংশ) বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো। ভালো অবস্থায় নেই ২টি (৮ শতাংশ) বিদ্যালয়ের ভবন।

we`¨vj‡q cqtwb®wkb e¨e¯v

we`¨vj‡q Ug‡jU e¨e¯v	msL¨v	kZKiv nvi
ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা	11	44
উভয়েই ব্যবহার করে	১২	৪৮
শুধু মেয়েদের জন্য পায়খানা	1	4
নেই	1	4
মোট	২৪	১০০

eZgvb Ae¯v	msL¨v	kZKiv nvi
ব্যবহার উপযোগী	৩	১২
মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী	১৮	৭২
ব্যবহারের অনুপযোগী	২	৮
বন্ধ	1	4
নেই	1	4
মোট	২৫	১০০

তথ্যসূত্র : ফুলকোচা ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

cwZeÜx wkï

ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মোট ৬৮ (মেয়ে ৩৪, ছেলে ৩৪) জন প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে মোট ৫৩ (মেয়ে ২৬, ছেলে ২৭) জন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, যা শতকরা হিসেবে ৭৭.৯৪ শতাংশ। প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে যাদের প্রতিবন্ধিতার পরিমাণ কম তাদের বিদ্যালয়ে গমনের হার বেশি (৯৫.৫৯ শতাংশ)।

we‡kl j ÿYxq welqmgn

ফুলকোচা ইউনিয়নে ৮,৪৩০টি খানায় মোট ২৯,০৮১ জন বসবাস করেন। ইউনিয়নে মোট ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এটি যমুনা নদী এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যবর্তী এলাকা হওয়ায় প্রতি বছর বন্যায় প্লাবিত হয়। সব সময় খাদ্যঘাটতি এবং মাঝে মাঝে খাদ্যঘাটতি বিবেচনায় প্রায় ২৯.৯% পরিবার খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাতীয় হিসেবে ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের নিট ভর্তি হার ৯৮.৪ শতাংশ হলেও এই ইউনিয়নে নিট ভর্তির হার পাওয়া গেছে ৯৫.২৭ শতাংশ। যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবহার, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের বিবেচনায় ফুলকোচা ইউনিয়নের অবস্থান মোটমুটি সন্তোষজনক হলেও বিনোদন ও তথ্যে অভিগম্যতা কম। খানাপ্রধানের পেশায় ভিন্নতা রয়েছে। ইউনিয়নে ৯,৬৫০ জন নিরক্ষর। অর্থাৎ অনেক শিশুই পরিবারের প্রথম শিক্ষার্থী। ফলে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকেও বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

Dcmsnvi

বেইসলাইনে ফুলকোচা ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর মূল দায়িত্ব হলো জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও এর বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। তাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক

ও শিক্ষা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলেই কেবল ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আশা করা হচ্ছে, জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

mcwik

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর পক্ষে এককভাবে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল পক্ষকে সমন্বয় করে একযোগে কাজ করতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সকল পক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সক্রিয়করণে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সকল পক্ষ যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়–দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হলে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচকগুলো দৃষ্টিগোচর হবে।

KwgDwbwU GW‡Kkb IqvP M‡c

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর প্রাণ হলো কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। তাদের সক্রিয়তার ওপর নির্ভর করে গৃহীত কার্যক্রমগুলোর সফল বাস্তবায়ন। ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য তাদের যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে:

- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;
- শিশু ভর্তি ও ঝরে পড়া রোধ বিষয়ক বিভিন্ন প্রচারণা চালানো;
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো (SMC, SLIP) সক্রিয়করণসহ বিভিন্ন ইস্যুতে আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা/পরামর্শ প্রদান;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ ও আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষার মানোন্নয়নে নজরদারি;
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য প্রচারণা চালানো;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাবলি নিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেনদরবার করা।

¯vbxq RbMY

স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের কোনো কার্যক্রমই সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। স্থানীয় জনগণকে যেসব কাজের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরে পড়া শিশু চিহ্নিতকরণে;
- বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের ভর্তির উদ্যোগ গ্রহণে;
- যোগ্য ব্যক্তিদের এসএমসি'তে নির্বাচিতকরণে উদ্বুদ্ধ করে;
- বিদ্যালয় চলাকালে স্থানীয় চায়ের দোকানিদের শিশুদের টেলিভিশন দেখার সুযোগ না দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- নিজ এলাকার/গ্রামের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও লেখাপড়ার মান সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে।

Awf fveK

এই কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে অভিভাবকদের যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণের প্রচারণায়;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরে পড়া শিশুদের ভর্তির উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- অভিভাবকদের শিশুর লেখাপড়া ও পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয়ে শিশুদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে;
- বিদ্যালয়ের অভিভাবক সভায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে।

RbcwZwba

এলাকার সার্বিক উন্নয়ন কাজ তদারকির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একাধিক কমিটি রয়েছে। এর মধ্যে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি অন্যতম। ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর খোঁজখবর রাখা ও বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি করা তাদের দায়িত্বের অংশ। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে "ওয়াচ গ্রুপ" এই কমিটিকে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারে। যেমন-

- নিয়মিতভাবে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা আয়োজন ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিতভাবে পরিদর্শনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;

- বিদ্যালয় চলাকালে চায়ের দোকানসমূহে শিশুরা যাতে টেলিভিশন দেখার সুযোগ না পায় সেই বিষয়ে ইউনিয়ন থেকে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- ভর্তি না হওয়া/ঝরে পড়া অতিদরিদ্র শিশুর অভিভাবকদের ভিজিএফ কার্ড প্রদানসহ পরিষদ থেকে অন্যান্য সহায়তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণে।

GmGgwm

বিদ্যালয়ের প্রাণ হলো বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি)। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির সঙ্গে এসএমসিকে যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- এসএমসি'র সদস্য হিসেবে তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনকরণে;
- বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে এসএমসি সভা আয়োজনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- সদস্যদের নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয়ের সমস্যাবলি নিয়ে এসএমসি সভায় আলোচনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে;
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, লেখাপড়ার মান ও ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তাগিদ দিয়ে;
- বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপসহ উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবারকরণে।

wkÿK

শিক্ষকরা হলেন শিক্ষার মূল চালিকাশক্তি। শিক্ষকগণ যেমন তাদের উদ্ভাবনী চিন্তা-চেতনা প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে পারেন, তেমনি তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রভূত উন্নয়ন সম্ভব। এই কর্মসূচিতে শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করে যেসব কাজ করা যেতে পারে:

- শিক্ষকদের যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে;
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণে;
- শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক পাঠদান নিশ্চিতকরণে;
- লেখাপড়ার মানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে;
- দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- অভিভাবক সমাবেশ ও কার্যকর এসএমসি সভা আয়োজনে।

wkÿv KgKZv

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠ পর্যায়ের তদারকি ও সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ। তাই এই কর্মসূচিতে তাদের সম্পৃক্তকরণ অত্যন্ত জরুরি। যেভাবে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের (প্রাথমিক) এই কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা যায়:

- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে গৃহীত কার্যক্রম ও বেইসলাইনের প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে নিয়মিতভাবে অবগত করে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর পক্ষে উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার মাধ্যমে;
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষা কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে।

কে. এম. এনামুল হক, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আব্দুর রউফ

(c_g côvi ci)

গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ স্বাগত বক্তব্যে সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন, "ইতোমধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক করার জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকায় অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই সকল কার্যক্রমের ফলে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকার বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে কী পরিবর্তন সাধিত হলো বা কীভাবে আরও সফলভাবে লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাওয়া যায় এ সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করাই এ সভার মূল উদ্দেশ্য"।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শফি আহমেদ বলেন, "গণসাক্ষরতা অভিযান-এর কার্যক্রমের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সবার অংশগ্রহণ বেড়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে এক ধরনের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও সকল মহলে বিশেষ করে শিক্ষক, এসএমসি, অভিভাবক, শিক্ষা প্রশাসন সবাই একসঙ্গে কাজ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে"।

AwfÁZv wewbgq mfvq AskMnYKvix‡`i GKvsk

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক আব্দুল হালিম বলেন, "আমি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকা এবং এর আওতার বাইরের এলাকার কিছু বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছি। এতে দেখতে পেয়েছি, এই কার্যক্রমের আওতার বিদ্যালয় এবং এর বাইরের বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এই কার্যক্রমের অওতাভুক্ত প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রায় ৯৫% শিক্ষার্থীই উপস্থিত, শিক্ষার্থীরা দলীয় কাজে ব্যস্ত, শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে উপকরণ ব্যবহার করছেন এবং সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য"।

এছাড়াও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকার প্রতিনিধিরা অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং ৮টি সহযোগী সংস্থা থেকে ৮ জন তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। তারা সকলে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক ওরিয়েন্টেশন ও বিদ্যালয়ভিত্তিক খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার ফলে বিদ্যালয়ে কী কী পরিবর্তন হয়েছে সে বিষয় আলোকপাত করেন।

উল্লেখ্য, প্রাথমিক শিক্ষায় জনগণের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জবাবদিহিতার ক্ষেত্র তৈরি এবং প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান ডিএফআইডি-এর সহায়তায় প্রত্যাশা প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৮টি জেলার ৮টি স্থানীয় সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদ্যালয়সমূহের সার্বিক মান উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যালয়ের শিখন পদ্ধতির মান উন্নয়ন করে আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

মোঃ মেহেদী হাসান

ভাদশা উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে দলীয় পদ্ধতিতে আসন বিন্যাস

we`¨vj‡qi gvb Dbq‡b cwkÿY cieZxKv‡j MnxZ D‡`¨vMmgn

গণসাক্ষরতা অভিযান 'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা' ও সাক্ষরতা নিশ্চিতকরণে এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের পাশাপাশি নেটওয়ার্কিং সংস্থা হিসেবে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন্য কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। নির্বাচিত বিদ্যালয়সমূহে কার্যকর ও কর্মকেন্দ্রিক শিখন পদ্ধতি প্রয়োগ ও চর্চার মাধ্যমে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় উন্নয়নই এ প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য। এসব কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তারা উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত 'মাধ্যমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণে জয়পুরহাট জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত ভাদশা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তিনজন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা, দলীয় শিখনের গুরুত্ব ও কৌশল, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ উন্নয়ন, উপকরণ উন্নয়ন ও এর বহুমুখী ব্যবহার, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব ও বিদ্যালয় পরিচালনায় জনঅংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়।

ভাদশা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রধান শিক্ষক উত্তম কুমার চৌধুরীর নেতৃত্বে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় তাদের বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে নিম্নলিখিত কাজগুলো বাস্তবায়ন করেন।

- প্রতিদিন স্কুলে জাতীয় সংগীতসহ এসেম্বলি আয়োজন এবং শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে নীতিবাক্য বলা ও তা মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা।
- শ্রেণিকক্ষে আসনবিন্যাসে পরিবর্তন আনা ও ছোট দল ও জোড়া দলে বিষয়ভিত্তিক কাজ দেওয়া।
- নিয়মিত সহপাঠক্রমিক কাজ করা।
- আন্তঃবিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকের অংশগ্রহণ।
- বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন দিবস উদযাপন/পালনসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।
- অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন।
- শ্রেণিকক্ষে উপকরণের মাধ্যমে পাঠদান।

সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, প্রশিক্ষণের পরই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের সহায়তায় এসব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এসব উদ্যোগের ফলে শিক্ষার্থীদের ফলাফল ভাল হয়েছে, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও লেখাপড়ায় আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নত হয়েছে। তিনি তার বিদ্যালয়ের ও অন্যান্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যও এ ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজনের অনুরোধ জানান।

উত্তম কুমার চৌধুরী

Kg‡Kw`K wkÿY-wkLb c×wZ I we`¨vjq e¨e¯vcbv cwkÿY cieZxKv‡j MnxZ D‡`¨vMmgn

'আলোক শিক্ষালয়' একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পড়ালেখা শেখানো হয়। বিদ্যালয়টি ঢাকার আগারগাঁও এলাকায় অবস্থিত। এখানে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪৩০ জন। সংগঠনের পরিচালক রাশেদা নাসরীনের নির্দেশনায় আমরা ১৩ জন শিক্ষক পাঠদান ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকি।

২২ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণে আমরা তিন জন- প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, সহকারী প্রধান শিক্ষক জয়নুল আবেদীন ও সহকারী শিক্ষক শাওলিন আকতার অংশগ্রহণ করেছি। প্রশিক্ষণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা খুবই উপভোগ করেছি। প্রশিক্ষণে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়। প্রশিক্ষণে বিশেষ করে মডেল বিদ্যালয় পরিদর্শন কার্যক্রম আমাদের শিক্ষকতা জীবনে বেশ কাজে লেগেছে। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে আমরা অনেক কিছু জেনেছি ।

উক্ত প্রশিক্ষণের শিক্ষণীয় দিকগুলো নিয়ে পরবর্তীকালে অন্যান্য শিক্ষকের সঙ্গে দিনব্যাপী কর্মশালা করে মতবিনিময় করা হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নয়নে নিম্নলিখিত কাজগুলো বাস্তবায়ন করি।

- প্রতিদিন জাতীয় সংগীত ও শপথপাঠসহ এসেম্বলি আয়োজন এবং একটি করে নীতিবাক্য পাঠ ও তা পালনে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়।
- বিদ্যালয়ে সহপাঠক্রমিক কাজ যেমন গান, নাচ, আবৃত্তি, গল্প বলা, কবিতা ও গল্প লেখা, চিত্রাঙ্কন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।
- শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন দিবস পালন করা হয়।

- শ্রেণিকক্ষের আসন বিন্যাসে কিছু পরিবর্তন আনা ও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দিয়ে দলীয় কাজ করানো হয়।
- বিভিন্ন রকমের উপকরণ দিয়ে শ্রেণিকক্ষ সাজানো ও পাঠদানে বেশি করে উপকরণ ব্যবহার করা হয়।
- শিক্ষার্থীদের দিয়ে সৃজনশীল ও প্রজেক্টভিত্তিক কাজ করানো ও তাদের কাজ ডিসপ্লে করা হয়।
- স্কুলে নিয়মিত অভিভাবক সভা করা ও অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ একটি কার্যকরী ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। আমাদের এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য 'গণসাক্ষরতা অভিযান'কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মিজানুর রহমান

cwZeÜx wkï bvCg GLb ¯‹z‡j hvq : DcewË ZwjKvqI Zvi bvg D‡V‡Q

৮ বছর বয়সের প্রতিবন্ধী শিশু নাঈম এখন বিদ্যালয় মাতিয়ে রাখে। শিক্ষকদের এখন প্রিয় ছাত্র সে। মেধা ও মননের মাধ্যমেই এ অর্জন তার। একদা সকলের অবহেলার জবাব দিয়ে নাঈম এখন বিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র। ইতোমধ্যে সরকারের উপবৃত্তির আওতায়ও এসেছে সে।

ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস ইউনিয়ন। গ্রামের নাম কুখিয়া। বিদ্যালয়ের নাম কুখিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বছর খানেক আগে তার দিনমজুর পিতা শহিদুল ইসলাম ও মাতা মর্জিনা বেগম নাঈমকে এই বিদ্যালয়ের শিশুশ্রেণিতে ভর্তি করাতে যান। কিন্তু প্রতিবন্ধিতার কারণে শিক্ষকরা নাঈমকে ভর্তি করতে রাজি হননি। পিতার আকুল আকুতি সত্ত্বেও তারা ফিরিয়ে দেন নাঈমের ভর্তির প্রস্তাব। শিশু নাঈম তখন ফিরে আসে আশাহত হয়েই। বিষয়টি এক পর্যায়ে গোচরে আসে ঐ এলাকায় গঠিত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তারা দেখা করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস চন্দ্র চন্দ-এর সঙ্গে। তারা প্রধান শিক্ষককে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষালাভের অধিকার সম্পর্কে বোঝাতে সক্ষম হন। অতঃপর প্রধান শিক্ষক নাঈমকে শিশুশ্রেণিতে ভর্তির সুযোগ দেন। নিজ মেধা ও যোগ্যতার বলে নাঈম পরীক্ষায় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়। এ সাফল্যের জন্য উপবৃত্তির তালিকাতেও নাঈমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কৃষিশ্রমিক শহিদুল ইসলাম প্রতিবন্ধী সন্তান নাঈমকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে গিয়ে একদা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের প্রচেষ্টায় তার আশাহত মনে যেমন আলো জ্বলে উঠেছে, তেমনি প্রতিবন্ধী নাঈমের আগামী দিনে পথ চলা সুগম হবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলের মনে জেগে উঠেছে দৃঢ় প্রত্যয়।

বনশ্রী ভান্ডারী

S‡i cov wiRb (gv‡S) wekbv_ci miKwi cv_wgK we`¨vj‡q wd‡i G‡m‡Q

A‡bK w`b we`¨vjq †_‡K wew"Qb _vKvi ci S‡i cov QvÎ wiRb GLb wbqwgZ ¯‹z‡j hvq

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের বিশ্বনাথপুর গ্রামের গরিব পিতা-মাতার সন্তান রিজন হোসেন। তারা দুই ভাই। ছোট ভাই হাবিব ঐ গ্রামের বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। তার বাবা একজন দিনমজুর ও মা গৃহিণী। বাবার সামান্য আয়ে কোনো রকমে তাদের সংসার চলে।

রিজন ২০১৫ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে ওঠে বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। অতিদরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় রিজন কেন স্কুলে আসে না সে বিষয়ে শিক্ষকরা গুরুত্বের সঙ্গে খোঁজখবর নেননি। বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য পরিবার থেকে কোনো প্রকার তাগিদ দেওয়া হয়নি। ফলে তার লেখাপড়া প্রায় বন্ধের উপক্রম হয়। এরই মধ্যে অতিবাহিত হয়ে গেছে বেশ কয়েকটি মাস।

এ ঘটনা শুনে মোনাখালী কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি মোঃ আসকার আলী ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্য রকিবুল ইসলাম বিশ্বনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেরিনা বেগমের সঙ্গে আলোচনা করে জানতে পারেন রিজন চতুর্থ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে পঞ্চম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়। শুধু পিতা-মাতার অসচেতনতার কারণে সে স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। এ ঘটনা শুনে ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা ছুটে যান রিজনের পরিবারের কাছে। রিজনের বাবা-মাকে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়। রিজনের পিতা-মাতা এ বিষয়টি বুঝতে পেরে রিজনকে স্কুলে ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দেন। রিজনকে ফিরিয়ে আনার পর ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি মোঃ আসকার আলী ও সদস্য রকিবুল ইসলাম রিজনকে ঐ বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন।

পরবর্তীকালে রিজনের খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সে এখন নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে ও পড়াশুনা করছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সেরিনা খাতুন জানান, রিজন এখন নিয়মিত স্কুলে আসে।

সাদ আহাম্মদ

MYmvÿiZv Awfhvb KZK KwgDwbwU GW‡Kkb IqvP wbDR‡jUvi ÔcqvmÕ wbqwgZ cKwkZ n‡"Q| GB cwÎKwUi gvb Dbq‡b gZvgZ c`v‡bi Rb¨ mK‡ji cwZ AvnŸvb Rvbv‡bv n‡"Q| G e¨vcv‡i †h †Kv‡bv ai‡bi gZvgZ MYmvÿiZv Awfhvb-Gi wVKvbvq cvVv‡bvi Ab‡iva iBj|

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৮১৪২০২৪-৫, ৯১৩০৪২৭
ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২, ৫৮১৫৭৯৭১
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org